بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

খন্দকের যুদ্ধ এবং বনু কুরায়যার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১১ অক্টোবর, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

বর্তমানে আহযাব যুদ্ধের স্মৃতিচারণ চলছে। এটি বর্ণিত হয়েছিল যে, কাফিররা রাতের বেলা ধূলিঝড় ও তুফানের কারণে (যুদ্ধের) প্রান্তর থেকে পালিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে সৈন্যদলকে তাড়িয়ে দেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, اَلۡاٰنَ نَغۡزُوۡهُمۡ وَلَا يَغۡزُوۡنَنَا অর্থাৎ 'আগামীতে আমরা কুরাইশের বিরুদ্ধে (অভিযানে) বের হবো, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বের হওয়ার সাহস তাদের হবে না'; আর বাস্তবিক এমনটিই হয়েছে। বর্ণনা করা হয়, (শত্রু কর্তৃক) প্রায় পনেরো দিন পরিখা অবরুদ্ধ ছিল। আরেক ভাষ্য অনুযায়ী এই অবরোধ বিশ দিন ছিল, আবার এটিও বলা হয় যে, প্রায় এক মাস এই অবরোধ ছিল। পরিখার যুদ্ধে নয়জন শহীদ হয়েছিলেন। এছাড়া দুজন সাহাবী প্রথমেই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, যারা আবু সুফিয়ানের সেনাদল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে গিয়েছিলেন আর সেখানেই শহীদ হয়েছিলেন। এভাবে মোট এগারোজন শহীদ হয়েছেন। এই দুজন (সাহাবী) ছিলেন সুলাইত এবং সুফিয়ান বিন অওফ আসলামী (রা.)। অন্যদিকে মুশরিকদের তিনজন মারা যায়।

পরিখার যুদ্ধের নিদর্শনমূলক পরিণাম হয়েছিল, এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, 'প্রায় পনেরো-বিশ দিন অবরোধের পর কাফির সেনাবাহিনী অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায় আর বনু কুরায়যা যারা তাদের সাহায্যার্থে বেরিয়েছিল তারাও নিজেদের দুর্গে ফিরে আসে। এই যুদ্ধে অওস গোত্রের প্রধান নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) এত গুরুতর আহত হন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি আর সেরে

উঠতে পারেন নি; আর এই যুদ্ধে কুরাইশরা এমন আঘাত পায় যে, এর পরে তারা আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে বের হওয়ার কিংবা মদীনার ওপর আক্রমণোদ্যত হওয়ার সাহস করে নি। আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। কাফির সৈন্যবাহিনী চলে যাবার পর মহানবী (সা.)-ও সাহাবীদেরকে ফিরে যাবার নির্দেশ প্রদান করেন আর মুসলমানরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে মদীনায় প্রবেশ করেন। পরিখা বা আহযাবের যুদ্ধ, যা এমন অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হয়, (অথচ এটি) এক চরম বিপজ্জনক যুদ্ধ ছিল। সেই সময় পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর এর চেয়ে বড় আকস্মিক বিপদ আর আসে নি, কিংবা এর পরেও মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এমন বড়ো বিপদ তাঁর ওপর আসে নি। এটি এক ভয়ানক ভূমিকম্প ছিল যা ইসলামের ভিত্তিকে মূল থেকে কম্পিত করে দিয়েছিল এবং এর ভীতিকর দৃশ্য অবলোকন করে দুর্বল লোকেরা ভেবে বসেছিল, এখন ধ্বংস অনিবার্য! বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা এই কষ্টের তিক্ততাকে দ্বিগুণ করে তোলে। আর এই পুরো নৈরাজ্যের মূলে ছিল বনু নযীর গোত্রের সেসব অকৃতজ্ঞ ইহুদী, মহানবী (সা.) যাদের প্রতি অনুগ্রহবশত তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। সেসব ইহুদী নেতার উস্কানির ফলেই আরব মরুভূমির সকল প্রসিদ্ধ গোত্র ইসলামের শত্রুতার নেশায় মত্ত হয়ে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার জন্য মদীনায় একত্রিত হয়েছিল এবং এটি সুনিশ্চিত যে, যদি সে–সময় এই হিংস্র প্রাণীরা শহরে প্রবেশের সুযোগ পেতো তাহলে একজন মুসলমানও প্রাণে বাঁচতো না এবং কোনো পবিত্র মুসলমান নারীর সম্মান তাদের নোংরা আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকতো না। কিন্তু কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ ও তাঁর ক্ষমতার অদৃশ্য শক্তির ফলেই এই পঙ্গপালদেরকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছে এবং মুসলমানরা কৃতজ্ঞচিত্তে শান্তি ও তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে আসে।

বনু কুরায়যার হুমকি তখনও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান ছিল। তাদের নৈরাজ্যকে নির্মূল করা আবশ্যক ছিল, কেননা তাদের অস্তিত্ব মদীনার মুসলমানদের জন্য আস্তিনের সাপ তথা গোপন শত্রুর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। একে নির্মূল করার জন্য বনু কুরায়যার বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, যাকে বনু কুরায়যার যুদ্ধ বলা হয়, যা ৫ম হিজরীর যিলকদ মাস মোতাবেক ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন খন্দকের যুদ্ধ শেষে ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) ও সাহাবীগণ অস্ত্র নামিয়ে রাখেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমরা ঘরেই অবস্থান করছিলাম, এমন সময় একজন ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে আওয়াজ দিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অস্ত্র নামিয়ে রাখি নি। আমরা এখনই আহযাবের পশ্চাদ্ধাবন থেকে প্রত্যাবর্তন করছি। এমনকি আমরা হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌঁছে যাই আর আল্লাহ্ তাদের পরাজিত করেছেন, এবং ইঙ্গিতে তিনি মহানবী (সা.)-কে বনু কুরায়যার পানে যেতে বলেন। হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, ইনি তো হযরত দাহিয়া ক্বালবী (রা.)। তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, ইনি হলেন হযরত জীব্রাঈল। অতঃপর মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে তৎক্ষণাৎ বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার ঘোষণা দেন এবং সেখানে গিয়ে আসরের নামায পড়ার নির্দেশ দেন। সাহাবীরাও ঘোষণা শোনার সাথে সাথে যাত্রা করেন। তাদের একদল পথিমধ্যে নামায পড়েছিলেন এবং আরেক দল বনু কুরায়যায় পৌঁছে নামায পড়েন। মহানবী (সা.) তাদের কোনো দলকেই কিছু বলেন নি।

মহানবী (সা.) মদীনায় উম্মে মাকতুম (রা.)-কে ইমাম নিযুক্ত করে বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে যাত্রা

করেন। মুসলামাদেরকে তিনি (সা.) কালো রংয়ের একটি পতাকা প্রদান করেন এবং হযরত আলী (রা.)-র নেতৃত্বে একটি দল অগ্রে প্রেরণ করেন। এরপর নিজেও তাদের পেছনে পেছনে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সংবাদ পেয়ে বনু কুরায়যা নিজেদেরকে দুর্গে অবরুদ্ধ করে ফেলে। হযরত আলী (রা.) দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর তারা ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে মহানবী (সা.) ও উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় গালমন্দ করে। যাহোক, মহানবী (সা.) রাতে পৌঁছে সেখানে অবস্থান করেন। পরদিন থেকে তিনি সকাল সন্ধ্যা বাহির হতে তির ও পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন। এভাবে কয়েকদিন অনবরত তির নিক্ষেপের ফলে বনু কুরায়যা বুঝতে পারে যে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই তারা সংলাপে বসতে চায় এবং কিছু শর্ত দিয়ে দেশান্তরিত হওয়ার প্রস্তাব প্রদান করে, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বলেন। তবে তারা তা মানতে অস্বীকার করে।

অতঃপর তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ তাদের কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করে। সে বলে, হয় আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যাই, কেননা তাঁর সত্যতা এখন সুস্পষ্ট, তাহলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিংবা আমরা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা করে উত্তরাধিকারীদের চিন্তা বাদ দিয়ে তরবারি হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়ি। নতুবা আজ সাবাতের রাত, তারা আমাদের ব্যাপারে আজ নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করবে, তাই এ সুযোগে আমরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করি; হয়তো এভাবে আমরা জয় লাভ করবো। বনু কুরায়যা তার সিদ্ধান্ত মানতেও অস্বীকার করে।

কা'ব এর পর আরেক ইহুদী আমর বিন সাউদা বলে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছো, কমপক্ষে ইহুদীদের নীতিতে অটল থাকো আর তাদেরকে জিযিয়া (বা যুদ্ধকর) প্রদান করো, কিন্তু তারা তার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। এরপর সেই ব্যক্তি তাদের দুর্গ থেকে বের হয়ে মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে দূরে কোথাও চলে যায়। তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা তার বিশ্বস্ততার জন্য মুক্তি দিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর এ কথা শুনে সেই রাতে আরো তিনজন দুর্গের বাইরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও কর্মের সুরক্ষা করেন।

বনু কুরায়যার সাথে সংলাপের জন্য মহানবী (সা.) হযরত আবু লুবাবা (রা.)-কে তাদের দুর্গে প্রেরণ করেন। তার দুর্গে প্রবেশের সাথে সাথে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সেখানকার নারী ও শিশুরা কাঁদতে আরম্ভ করে। এতে আবু লুবাবা (রা.)-র হৃদয় নরম হয়ে যায়। এরপর তারা বলে, মহানবী (সা.) স্বীয় সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কোনো বিষয় মানতে প্রস্তুত নন। তাই আপনার কি মনে হয়, আমরা কি তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেব? আবু লুবাবা (রা.) বলেন, তাই করো। এরপর তিনি নিজ হাত দ্বারা গলা কাটার ইশারা দিয়ে বোঝান যে, নতুবা মহানবী (সা.) তোমাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেবেন। অথচ মহানবী (সা.) এরূপ কোনো কথা বলেন নি। পরবর্তীতে আবু লুবাবা (রা.) নিজে এ অপরাধ স্বীকার করে বলেন, খোদার কসম! আমি অনুভব করেছি, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তাই আমি লজ্জিত হয়ে ইন্না লিল্লাহ্ পাঠ করি এবং ফেরত এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে না গিয়ে সরাসরি মসজিদে গিয়ে নিজেকে শাস্তিস্বরূপ একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে ফেলি এবং বলি, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে উঠবো না যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তা'লা আমার এ অপরাধের তওবা কবুল করেন।

মহানবী (সা.) বলেন, সে আমার কাছে আসলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। যাহোক,

তিনি এভাবে ছয় রাত নিজেকে বেঁধে রাখেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার সম্পর্কে ক্ষমার আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) আবু লুবাবা (রা.)-কে এ সুসংবাদ প্রদান করেন, কিন্তু তার একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল, মহানবী (সা.) স্বয়ং যেন তার বাঁধন খুলে দেন। অতঃপর মহানবী (সা.) ফজরের নামাযের সময় স্বহস্তে তার বাঁধন খুলে দেন। আবু লুবাবা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার তওবা হলো, আমি আমার সেই ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করবো যেখানে আমি অপরাধ করেছি আর আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের চরণে উৎসর্গ করে দেব। তিনি (সা.) বলেন, তোমার জন্য এক তৃতীয়াংশ দান করাই যথেষ্ট। হুযূর (আই.) বলেন, এ বিবরণের ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া ও সুদানের নিপীড়িত ও নির্যাতিত আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান করেন এবং তাদেরকেও নিজেদের জন্য দোয়া করতে বলেন। এছাড়া বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর নিপীড়নমূলক হাত থেকে সুরক্ষার জন্য মুসলমানদের খোদার সন্তুষ্টি অনুযায়ী নিজেদের কর্মপালন এবং ভাতৃত্ববোধের উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের বাসনা ব্যক্ত করেন। অতঃপর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এবং সমস্ত মুসলমানদেরকে সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

11 October 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat